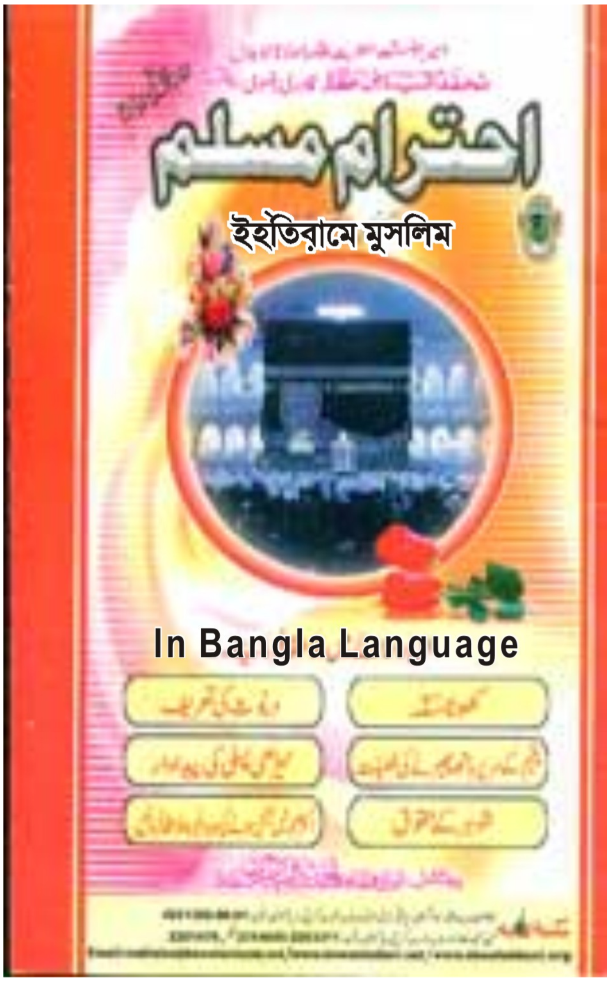


www.AmarIslam.com

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ইহ্তিরামে মুসলিম

(মুসলিমের তাযীম)

আপনাকে শয়তান হাজারবার আলসেমির তাড়না দিলেও আপনি এ রিসালার পুরোটাই পড়ে নিলে ইন্‌শা আল্লাহ্ (আয্‌যা ওয়া জাল্লা) অন্তরে মাদানী পরিবর্তন উপলব্ধি করবেন। সরকারে মদীনার (সল্লাল্লাহু তা'লা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আলীশান ফরমান হচ্ছে: "মানুষের মাঝে যে আমার প্রতি বেশী বেশী করে দরূদ শরীফ পেশ করবে - সে রোজ কিয়ামতে আমার খুবই কাছে থাকবে (জামে' তিরমিযী, হাদীস নং - ৪৮৪, ২য় খন্ড, ২৭পৃ:, দারুল ফিকর বৈরুত হতে মুদ্রিত)।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْبِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ

জাল মুদ্রা ঃ হযরত শাইখ আবদুল্লাহ্ খায়্যাতের (রাহ্‌মাতুল্লাহি তা'লা 'আলাইহি) কাছে এক অগ্নিপূজক কাপড় সেলাই করিয়ে নিয়ে প্রতিবারই তাঁকে মজুরী হিসেবে জাল দিরহাম দিয়ে যেতো। আর তিনিও তা নিয়ে নিতেন। একদিন তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর এক ছাত্র অগ্নিপূজকটির কাছ থেকে জাল মুদ্রা নিলো না। তিনি ফিরে এসে তা জানতে পেরে ছাত্রটিকে জিজ্ঞেস করলেন: "তুমি দিরহাম নাও নি কেন? বহু বছর ধরে সে আমাকে জাল মুদ্রা দিয়ে যাচ্ছে; আর আমিও নীরবেই তা নিয়ে নিচ্ছি - যেন সে অন্য কোন মুসলিমকে তা দিয়ে না ফেলে" (ইহ্ইয়াউ উ'লূম, ৩য় খন্ড, ৭৭পৃ:, দারুল কুতুবুল ই'লমিয়্যাহ্, বৈরুত হতে মুদ্রিত)।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, দেখলেন? আগেকার বুযুর্গগণ মুসলিমকে তা'যীম করার ব্যাপারে কতোখানি সচেতন ছিলেন! কোন অচেনা মুসলিম ভাইকে সহসা কোন ক্ষতি থেকে বাঁচানোর জন্য নিজে ক্ষতি স্বীকার করতেন। আর আজকাল এক ভাই আরেক ভাইকে যেন নিঃস্ব করতেই ব্যস্ত রয়েছে। কুরআন ও সুন্নাহ্ প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক আন্দোলন **দাওয়াতে ইসলামী** আগেকার বুযুর্গদের কীর্তিকে চাঙ্গা করতে চায়। **দাওয়াতে ইসলামী** হিংসা-বিদ্বেষ খতম করে ভালবাসার পয়গাম শুনিয়ে থাকে। প্রত্যেক মুসলিম ভাইয়ের উচিত, প্রতি মাসে সুন্নত প্রশিক্ষণের **মাদানী কাফেলার** সাথে সফর করা এবং প্রতি রাতে **ফিক্‌রে মদীনা** করার সময় মাদানী ইনা'মাতের ফরম পূরণ করে প্রত্যেক মাসে **দাওয়াতে ইসলামীর** যিম্মাদারের কাছে জমা দেয়া। এর বরকতে ইন্‌শা আল্লাহ্ ('আয্‌যা ওয়া জাল্লা) মুস্তাফার (সল্লাল্লাহুতা'লা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উসিলায় মুসলিমকে তা'যীম করার মানসিকতা জেগে উঠবে। ফলে, ইন্‌শা আল্লাহ্ ('আয্‌যা ওয়া জাল্লা) আমাদের সমাজ ব্যবস্থা পুনরায় মদীনা মুনাওওয়ারার রঙবেরঙের মনমাতানো খুশ্‌বুদার ফুলের সমারোহে অপরূপ সাজে সাজানো অনিন্দ্যসুন্দর বাগানে পরিণত হবে।

ত্যায়বাহ্ কে সেওয়া সব বাগ্ পামালো ফানা হোঙ্গে
দেখোগে চামান ওয়ালো যব আ'হদে খাযাঁ আয়া।

তিন ব্যক্তি জান্নাত থেকে (প্রাথমিকভাবে) বঞ্চিত ঃ মা-বাবা ও অন্যান্য যাবিল্ আরহামের (যাদের সাথে ধারাবাহিকভাবে রক্তের সম্পর্ক রয়েছে) প্রত্যেকে সমাজে বেশী সম্মান ও সদ্ব্যবহার পাওয়ার দাবিদার। দুঃখের বিষয়, এদিকে আজকাল প্রায় খেয়ালই করা হয় না। অনেককে মানুষের সামনে খুবই বিনয়ী ও মিশুক মনে হলেও নিজেদের ঘরে তারা খুবই বদ্‌মেজাজী ও খারাপ স্বভাবের হয়ে

থাকেন। এদের মনোযোগ আকর্ষণ করে বলছি: হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উমর (রাদ্বিয়াল্লাহুতা'লা 'আনহু) বর্ণনা করেছেন, সরকারে দো'আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, শাহে বনী আদম (সল্লাল্লাহুতা'লা 'আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন: তিন ব্যক্তি জান্নাতে যাবে না; (১) মা-বাবার অবাধ্য, (২) দাইয়্যুস ও (৩) পুরুষের বেশ-ভূষাধারিণী মহিলা (মাজমায়ুয় যাওয়ায়িদ, হাদীস নং- ১৩৪৩১, ৮ম খন্ড, ২৭০পৃ:, দারুল ফিকর বৈরুত হতে মুদ্রিত)।

দাইয়্যুসের সংজ্ঞা ঃ উল্লেখিত হাদীস শরীফে মা-বাবার অবাধ্য সন্তানের সাথে সাথে দাইয়্যুসের কথাও এসেছে। "দাইয়্যুস" হচ্ছে, যে নিজের স্ত্রীর সাথে পর-পুরুষের মেলা-মেশায় আপত্তি করে না। আফসোস! এ যুগে হয়তো এ বিষয়ে সচেতন মুসলিম খুব কমই পাওয়া যাবে। মনে রাখবেন, অন্যান্য বেগানা পুরুষের সাথে সাথে চাচাতো, মামাতো, খালাতো, ফুফাতো, চাচী, মামী, বোনাই, খালু, ফুফা ছাড়াও দেওর, ভাসুর ও ভাইয়ের বউয়ের মাঝেও শরীয়তে পর্দার বিধান রয়েছে। স্ত্রী তাদের সাথে পর্দা না করে অবাধে মেলা-মেশা করলে জাহান্নামে যাওয়ার উপযোগী হবে। আর স্ত্রীকে ঐ গুনাহ্‌ থেকে বিরত না রাখলে স্বামী শরীয়ত মোতাবেক "দাইয়্যুস" হিসেবে গণ্য হবে - যে জাহান্নামে যাওয়ার উপযুক্ত বৈকি। অর্থাৎ সে প্রাথমিকভাবে জান্নাত থেকে মাহ্‌রূম থাকবে। একজন দাইয়্যুস ফাসিক্বে মু'লিন, অর্থাৎ ইমাম ও সাক্ষী হওয়ার অযোগ্য।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, নিয়মিতভাবে **মাদানী কাফেলায়** মুসাফির হয়ে প্রতি মাসে **মাদানী ইনা'মাতের** ফরম পূরণ করে নিজ নিজ এলাকার যিম্মাদারের কাছে জমা দিন। ইন্‌শা আল্লাহ্‌ (আয্‌যা ওয়া জাল্লা) নীচু স্তরের বেহায়া রোগ 'দাইয়্যুসী' সহ অন্যান্য গুনাহ্‌'র রোগও ঐ প্রাণের চেয়েও প্রিয় মুস্তাফার (সল্লাল্লাহু তা'আলা আ'লাইহি ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম) সদ্‌কায় দূর হয়ে যাবে - যাঁর লাজুক মুবারক আঁখি যুগলের ওয়াস্তে আমার আঁক্বা 'আলা হযরত (রাদ্বিয়াল্লাহুতা'লা 'আনহু) রাব্বুল ইজ্জতের বারগাহে আরয করেন:

ইলাহী, রাঙ্গলায়েঁ জাব মেরী বে বাকিয়াঁ
উনকি নিচী নিচী নজরোঁ কী হায়া কা সাথ হো।

পুরুষের মতো পোষাক পরিহিতা নারী জান্নাত থেকে বঞ্চিত ঃ হাদীস শরীফে চাল-চলন ইত্যাদিতে পুরুষের অনুকরণকারিণী মহিলাকে জান্নাত থেকে মাহ্‌রূম বলা হয়েছে। আর তাই যে মহিলা পুরুষের মতো পোশাক-আশাক, জুতা ইত্যাদি পরে বা পুরুষেরই মতো চুল রাখে - সেও ঐ শাস্তির উপযুক্ত। অনেক সময় বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এ বিষয়ে খেয়াল রাখা হয় না। বাচ্চা মেয়েদেরকে প্রায়ই মা'আয আল্লাহ্ (আয্‌যা ওয়া জাল্লা) প্যান্ট-শার্ট, টুপি ইত্যাদি পরানো হয় বা ছোট ছেলেদের মতো করে চুল ছেঁটে দেয়া হয় - যেন দেখতে ছেলেদের মতো লাগে। তেমনি ছোট ছেলেদেরকেও মেয়েদের মতো পোশাক পরানো হয়। এসব করলে আপনি নিজেই গুনাহ্‌গার হবেন। কেবলমাত্র ছোট মেয়েদের হাতে-পায়ে মেহ্‌দী লাগাবেন, ছোট ছেলেদের হাত-পায়ে নয়। নইলে, আপনি গুনাহ্‌গার হবেন। নিজের বাচ্চাকে প্রাণীর ছবি সম্বলিত বেবী-স্যুট পরাবেন না, নখ পালিশ লাগাবেন না। বাচ্চার মাও নখ পালিশ ব্যবহার করবেন না। এতে অযূ ও গোসল আদায় হয় না। জরি, চুমকি ও রঙতাও ব্যবহার করবেন না। কেননা, এগুলোর নিচে পানি প্রবেশ করে না। অযূ ও গোসলের জন্য জরি, চুমকি ও রঙতা শরীর থেকে আলাদা করে নেয়া আবশ্যক। আগে থেকে লেগে থাকা রঙতার কোন ক্ষুদ্র অংশ দেখা না গেলে এবং ঐ অবস্থায় নামায আদায় করে নিলে - তা হয়ে যাবে। কিন্তু দেখা গেলে তা তুলে ফেলে শরীরের ঐ স্থানে পানি দিয়ে ধুয়ে নেয়াটা জরুরী। নইলে, নামায আদায় হবে না।

বড় ভাইয়ের তাযীম ঃ মা-বাবার সাথে সাথে পরিবারের অন্যান্য সদস্য, যেমন- ভাই-বোনের প্রতিও খেয়াল রাখা উচিত। বাবার পরে দাদাজান ও বড় ভাইয়ের মর্যাদা রয়েছে। বড় ভাই বাবার স্থলাভিষিক্ত হন। তাজদারে রিসালত, সাহিবে জুদো সাখাওয়াৎ, মাহবূবে রাব্বুল ইজ্জত (আয্‌যা ওয়া জাল্লা ওয়া সল্লাল্লাহুতা'লা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন: ছোট ভাইয়ের উপর বড় ভাইয়ের হক্ব হচ্ছে, সন্তানের উপর বাবার হক্বের মতো (শু'য়াবুল ঈমান, হাদীস নং- ৭৯২৯, ৬ষ্ঠ খন্ড, ২১০ পৃ:, দারুল কুতুবুল্ 'ইলমিয়্যাহ্ বৈরুত হতে মুদ্রিত)।

ফরমানে মুস্তাফা r = তোমরা যখানেই থাকো আমার শানে দরূদ পড়। তোমাদের দরূদ আমার কাছে পৌঁছে থাকে!

সন্তানকে আদব-কায়দা শিখান ঃ প্রত্যেক মা-বাবারই উচিত - তাঁদের সন্তানদের হক্বের প্রতি লক্ষ্য রাখা; তাদেরকে আধুনিক নয়, বরং সুন্নতের প্রতিচ্ছবি হিসেবে গড়ে তোলা; খারাপ সংস্পর্শ থেকে দূরে রেখে তাদের চরিত্র গঠন করা; সুন্নতী বা মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত করা এবং চলচ্চিত্র, নাটক, কুরুচিপূর্ণ প্রচলিত নাচ-গানে ভরপুর {এলাহীর (আয্‌যা ওয়া জালা) স্মরণ থেকে গোমরাহ্‌কারী} অনুষ্ঠানমালা হতে রক্ষা করা। ইদানীং প্রায় মা-বাবাই তাদের সন্তানদেরকে সম্পদ লাভের উপায় হিসেবে কেবলমাত্র পার্থিব শিক্ষা অর্জনের ব্যবস্থা করে দেয়াকেই সন্তানদের প্রতি তাদের হক্ব বলে মনে করেন। এতে করে সন্তানের পোশাক-আশাক এবং শরীরের ময়লা ও দুর্গন্ধ হতে বেঁচে থাকার মানসিকতা তৈরী হলেও তাদের অন্তর ও আমলের পবিত্রতার প্রতি কোন খেয়াল থাকে না। আল্লাহ্‌'র মাহবূব, দানায়ে গুইয়্যব, মুনায্‌যাহুন 'আনিল 'উইয়্যব (আয্‌যা ওয়া জালা ওয়া সল্লাল্লাহুতা'লা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: নিজের সন্তানকে আদব শিক্ষা দেয়া এক সা' (প্রায় ৩½ সের পরিমাণ ওজনের বস্তু) সদকার চেয়ে উত্তম (জামে' তিরমিযী, হাদীস নং - ১৯৫৮, ৩য় খন্ড, ৩৮২ পৃ:)। আরো ইরশাদ করেন: কোন বাবা তার সন্তানকে উত্তম আদবের চেয়ে ভাল কিছুই দিতে পারে না (প্রাগুক্ত)।

ঘরে মাদানী পরিবেশ না থাকার কারণ ঃ আফসোস! আজকাল আমাদের ঘরে **মাদানী পরিবেশ** নেই বললেই চলে। আর এজন্য আমরাই দায়ী। পরিবার-পরিজনের সাথে সীমাহীন সংকোচহীনতা, হাসি-তামাশা, তুই-তোকারি সম্বোধন, অশোভনীয় আচরণ, বেপরোয়া আচার-ব্যবহার ইত্যাদিই এর মূল কারণ। আমাদের ইসলামী ভাইয়েরা সাধারণ মানুষের সাথে খুবই অমায়িক ব্যবহার করলেও নিজেদের ঘরে সিংহের মতো গর্জন করেন। মনে রাখবেন, এভাবে পরিবার-পরিজনের উপর প্রভাব বিস্তার করা যায় না, বরং এতে করে, তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অসংশোধিত থেকে যায়। সাবধান! আপনি আপনার নিজের এ রূঢ় স্বভাব পরিবর্তন করে আপন পরিবার-পরিজনের সাথে নম্র-ভদ্র ও হাসি মুখে মিশে তাদেরকে সংশোধনের কোশেশ না করে যেন আবার জাহান্নামে গিয়ে পড়বেন না! আল্লাহ্‌তা'লা ২৮ পারার সূরা তাহ্‌রীমের ৬নং আয়াত শরীফে ইরশাদ করেন:

ফরমানে মুস্তাফা ﷺ = যে সকাল-সন্ধ্যায় ১০বার করে আমার শানে দরূদ পড়বে - সে রোজ কিয়ামতে আমার শাফা'য়াত লাভ করবে!

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ

(কান্‌যুল ঈমানের তরজমা) হে ঈমানদারগণ, নিজ এবং আপন পরিবার-পরিজনকে মানুষ ও পাথরে প্রজ্বলিত আগুন থেকে রক্ষা করো।

নিজের পরিবারকে জাহান্নাম থেকে কি করে বাঁচাবো ঃ এর ব্যাখ্যায় খাযাইনুল্ ইরফানে লেখা হয়েছে: আলাহ্‌তা'লা এবং তাঁর রাসূলের (সল্লাল্লাহুতা'লা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আনুগত্য করো, ইবাদত করো, গুনাহ্ থেকে বেঁচে থেকে পরিবার-পরিজনকে নেকীর পথ দেখাও এবং গুনাহ্ থেকে নিষেধ করে তাদেরকে 'ইলম ও আদব-কায়দা শিখাও (নিজেদের জান ও আপন পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো)।

আত্মীয়-স্বজনের প্রতি আদব ঃ সকল আত্মীয়-স্বজনে সাথে সদ্ব্যবহার করা উচিত। হযরত 'আসিম (রাদ্বিয়াল্লাহুতা'লা 'আন্‌হু) বর্ণনা করেন, (সাইয়্যিদুনা) রাসূলালাহ্ (সল্লাল্লাহুতা'লা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন: "হায়াত দরাজ (দীর্ঘায়ু), রুযীতে বরকত এবং অপমৃত্যু না হওয়াকে যে পছন্দ করে - সে যেন আলাহ্‌তা'লাকে ভয় করে এবং আত্মীয়-স্বজনদের সাথে ভাল ব্যবহার করে (মুস্তাদ্‌রাক হাকিম, হাদীস নং- ৭২৮০, দারুল্ কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ বৈরুত হতে মুদ্রিত)। মাহবূবে রাব্বুল ইজ্জত ('আয্‌যা ওয়া জালা ওয়া সল্লাল্লাহুতা'লা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো ইরশাদ করেছেন: আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী জান্নাতে যাবে না (সহীহ্ বুখারী, হাদীস নং-৫৯৮৪, ৭ম খন্ড, ৯৫ পৃ:, দারুল ফিক্‌র, বৈরুত হতে মুদ্রিত)।

নাখোশ আত্মীয়-স্বজনের সাথে আপোষ করে ফেলুন ঃ প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, যারা কথায় কথায় আত্মীয়-স্বজনের প্রতি নাখোশ হয়ে তাদের সাথে সম্পর্ক নষ্ট করে ফেলেন - উলেখিত হাদীস মুবারক থেকে তাদেরই শিক্ষা নেয়া উচিত। আত্মীয়-স্বজনের দোষ থাকলেও নিজেই আগ বাড়িয়ে হাসি-মুখে তাদের সাথে কথা বলে সম্পর্ক বজায় রাখা উচিত। তবে শরয়ী কোন অসুবিধা থাকলে - সেক্ষেত্রে অবশ্য সম্পর্ক বজায় রাখার প্রয়োজন নেই। **মাদানী কাফেলায়** প্রতি মাসে সফর এবং প্রতিদিন **ফিক্‌রে মদীনার** সময়

মাদানী ইনা'মাতের ফরম পূরণ করে প্রতি মাসে **দাওয়াতে ইসলামীর** জিম্মাদারের কাছে জমা দেয়ার বরকতে ইন্‌শা আল্লাহ্ 'আয্‌যা ওয়া জাল্লা বাতুফাইলে মোস্তাফা (সল্লাল্লাহুতা'লা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আপনার মাঝে সকল আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠার ইহ্‌তিরামে মুসলিমের উপলব্ধিই কেবল সৃষ্টি হবে না, বরং তারা প্রত্যেকেই **দাওয়াতে ইসলামীর** মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যাবে।

এতীমের মাথায় হাত বুলানোর ফযীলত ঃ যে ছেলে বা মেয়ের মা-বাবা কিংবা তাদের কেউ ইন্তেকাল করে - তাকে এতীম বলে। তবে প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর আর কেউ এতীম থাকে না। এতীমদের সাথে সদ্ব্যবহার করা অনেক সওয়াবের কাজ। রাসূলে কারীম, রাউফুর রাহীম (সল্লাল্লাহুতা'লা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন: কেউ কেবলমাত্র আল্লাহ্'র 'আয্‌যা ওয়া জাল্লা রেযামন্দি হাসিলের জন্য এতীমের মাথায় হাত বুলালে - যতোগুলো চুলের উপর দিয়ে তার হাত অতিক্রান্ত হবে - প্রতিটি চুলের বিনিময়ে সে সওয়াব পাবে এবং যে এতীমের উপর ইহ্‌সান করে - আমি ও সে জান্নাতে এভাবে (দু'টি আঙ্গুল মিলিয়ে বললেন) থাকবো (মুসনাদে ইমাম আহমাদ, হাদীস নং- ২২২১৫, ৭ম খন্ড, ২৭২ পৃ:, দারুল্ ফিকর, বৈরুত হতে মুদ্রিত)।

এতীমের মাথায় হাত বুলালে এবং মিসকীনকে খাবার খাওয়ালে হৃদয়ের কঠোরতা দূর হয়ে যায়। সুন্নত হচ্ছে, এতীম বালকের মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে পেছন থেকে সামনের দিকে নিয়ে আসা। আর তার বাবা বেঁচে থাকলে মাথার সামনে থেকে পেছনে নিয়ে যাওয়া। প্রত্যেকে পুরুষের উচিত বাঁকা পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্ট নিজের স্ত্রীর সাথে ভালো ব্যবহার করা এবং তাকে হেকমতের সাথে পরিচালনা করা। কেননা, আমাদের প্রাণের চেয়েও প্রিয় আক্বার (সল্লাল্লাহুতা'লা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আলীশান ফরমান: নিশ্চয়ই নারীকে (বাঁকা) পাঁজর থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে - যা তোমরা কোনভাবেই সোজা করতে পারবে না। তোমরা তার মাধ্যমে লাভবান হতে চাইলে - তার বাঁকা স্বভাব থেকেই তা সম্ভব; আর তাকে সোজা করতে চাইলে ভেঙ্গে ফেলবে - যার মানে হচ্ছে, তাকে তালাক দেয়া (সহীহ্ মুসলিম, ১ম খন্ড, ৪৭৫পৃ:, কাদীমী কুতুব খানা (করাচী) হতে মুদ্রিত)।

ফরমানে মুস্তাফা r = যে আমার শানে একবার দরূদ পড়ে - আল্লাহ্‌তা'লা তার জন্য এক ক্বীরাত সওয়াব লিখে দেন!

স্ত্রীর সাথে কোমল ব্যবহারের ফযীলত ঃ বোঝা গেল, স্ত্রীরা কিছু না কিছু মেজাজ বিরুদ্ধ কাজ করবেই। সেক্ষেত্রে পুরুষের উচিত সবর করা। সরওয়ারে আম্বিয়া, উত্তম ব্যবহারের অতুলনীয় দৃষ্টান্ত, মাহবূব রাব্বে আকবারের ('আয্‌যা ওয়া জাল্লা ওয়া সল্লাল্লাহুতা'লা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আলীশান ফরমান: চরিত্রবান ও স্ত্রীর সাথে সদাচারী - কামেল ঈমানদারদের অন্যতম (জামে' তিরমিযী, হাদীস নং- ২৬২১, ৪র্থ খন্ড, ২৭৮পৃ:)।

দুর্বলের উপর বল প্রয়োগে কোন বীরত্ব নেই ঃ প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, যারা কথায় কথায় নিজের স্ত্রীকে বকা-বকি বা মারধর করেন - তারা এ হাদীস শরীফ থেকে হেদায়েত পেতে পারেন। একটি দুর্বল জাতির উপর শক্তি প্রয়োগ করাটা বীরত্ব নয়, বরং কাপুরুষতা। স্ত্রী ভুল করলেও তাকে মাফ করে দেয়া উচিত। স্ত্রীর কাছ থেকে যেমনি প্রচুর ফায়দা হাসিল করা হয় - তেমনি তার নির্বুদ্ধিতার জন্যও সবর করা উচিত। নাবীয়ে রহমত, শাফীয়ে উম্মত, মাহ্‌বূবে রাব্বুল ইজ্জত ('আয্‌যা ওয়া জাল্লা ওয়া সল্লাল্লাহুতা'লা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন: মু'মিন (ঈমানদার পুরুষ) মু'মিনাহ্‌'র (ঈমানদার নারী) সাথে শত্রুতা করতে পারে না। তার (মু'মিনাহ্‌'র) একটি অভ্যাস খারাপ লাগলে - অন্যটি ভাল লাগবে (সহীহ্ মুসলিম, ১ম খন্ড, ৪৭৫পৃ:)।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, **মাদানী কাফেলায়** প্রতি মাসে সফর এবং প্রতি রাতে **ফিক্‌রে মদীনার** সময় মাদানী ইনা'মাতের ফরম পূরণ করে প্রতি মাসে **দাওয়াতে ইসলামীর** যিম্মাদারের কাছে জমা দেয়ার বরকতে ইন্‌শা আল্লাহ্‌ ('আয্‌যা ওয়া জাল্লা) বাতুফাইলে মোস্তাফা (সল্লাল্লাহুতা'লা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পারিবারিক অশান্তি দূর হবে, আপনার ঘর আনন্দের উদ্যানে পরিণত হবে এবং আপনার বংশধরদের মদীনাতুল্ মুনাও্ওরাহ্ জিয়ারতের সৌভাগ্য অর্জিত হবে।

জাগিয়ে দিন মোর সুপ্ত নসীব
ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সল্লাল্লাহুতা'লা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)
চাই দেখিতে সোনার মদীনা,
ইয়া হাবীবাল্লাহ্ (সল্লাল্লাহুতা'লা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)।

স্বামীর হক্ব ঃ স্ত্রীরও উচিত, স্বামীর সাথে সদ্ব্যবহার করা। কেননা, প্রাণের চেয়েও প্রিয় আক্বার (সাল্লাল্লাহুতা'লা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আলীশান ফরমান: আমার জানের মালিকের শপথ! যদি স্বামীর পা থেকে মাথা পর্যন্ত সারা শরীরে এমন জখম হয় যে, পুঁজ এবং পুঁজ মেশানো রক্ত বের হতে থাকে - আর স্ত্রী সেগুলোকে চেটে নেয়; এরপরও স্বামীর হক্ব আদায় হবে না (মুসনাদে ইমাম আহমাদ, হাদীস নং- ১২৬১৪, ৪র্থ খন্ড, ৩১৮পৃ:)।

অত্যাচারী স্বামীর ঘরও ত্যাগ না করার তাক্বীদ ঃ যেসব নারী সামান্য ব্যাপারে অভিমান করে বাপের বাড়ি চলে যায় - তারা এ হাদীস শরীফ হতে শিক্ষা নিক। সরকারে মদীনার (সল্লাল্লাহুতা'লা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আলীশান ফরমান: স্ত্রীলোক যেন স্বামীর অনুমতি না নিয়ে তার ঘর থেকে বের না হয়; নইলে সে (স্ত্রী) তওবা না করা পর্যন্ত আল্লাহ্ 'আয্যা ওয়া জাল্লা ও ফেরেশ্তাগণ তার প্রতি লা'নত দিতে থাকেন। আরয করা হলো: স্বামী অত্যাচারী হলে? বললেন: স্বামী অত্যাচারী হলেও (কানযুল উম্মাল, হাদীস নং- ৪৪৮০১, ১৬শ খন্ড, ১৪৪ পৃ:, দারুল কুতুবুল 'ইলমিয়্যাহ্, বৈরুত হতে মুদ্রিত)।

অনেক মহিলা স্বামীর খুবই অবাধ্য এবং তার প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়ে থাকে। স্বামীর কোন কথা একটু খারাপ লাগলেই অতীতের সকল উপকার ভুলে গিয়ে তাকে গাল-মন্দ করতে থাকে। এসব ইসলামী বোনদের সতর্ক হওয়া উচিত।

অধিকাংশ নারী জাহান্নামী হওয়ার কারণ ঃ সরকারে নামদার (সল্লাল্লাহুতা'লা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোন এক ঈদে ঈদগাহে যাওয়ার পথে মহিলাদেরকে অতিক্রম করার সময় ইরশাদ করলেন: হে নারীরা! সাদ্‌কা করো। কেননা, আমি তোমাদের অধিকাংশকে জাহান্নামে দেখেছি। মহিলারা আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ('আয্যা ওয়া জাল্লা ওয়া সল্লাল্লাহুতা'লা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম), এর কারণ কি? তিনি বললেন: কারণ হচ্ছে, তোমরা বেশী বেশী অভিশাপ দাও এবং অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকো (সহীহ্ বুখারী, হাদীস নং- ৩০৪, ১ম খন্ড, ৯০ পৃ:)।

ফরমানে মুস্তাফা ﷺ = আমার আলোচনা শুনেও যে আমার শানে দরূদ শরীফ পড়লো না - সে অন্যায় করলো।

প্রতিবেশীর হক্ব ঃ প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, প্রত্যেকেরই উচিত প্রতিবেশীদের সাথে সদ্ব্যবহার করা এবং শরয়ী ওজর না থাকলে, তাদের প্রতি সম্মান দেখাতে কার্পণ্য না করা। হুযূর সারাপায়ে নূর, ফায়যে গাঞ্জূর, শাহে গাইয়্যুরের (সল্লাল্লাহুতা'লা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আলীশান খেদমতে কেউ আরয করলো: ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ('আ'য্‌যা ওয়া জাল্লা ওয়া সল্লাল্লাহুতা'লা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আমি কি করে বুঝবো যে, আমি ভাল করেছি নাকি মন্দ? তিনি বললেন: তোমার প্রতিবেশীরা যদি বলে যে, তুমি ভাল করেছো - তাহলে নিঃসন্দেহে তুমি ভাল করেছো। আর যদি বলে যে, তুমি মন্দ করেছো - তাহলে নিঃসন্দেহে তুমি মন্দ করেছো (সুনানে ইবনে মাজাহ্, হাদীসনং-৪২২৩, ৪র্থ খন্ড, ৪৭৯ পৃ:, দারুল মা'রিফাহ্, বৈরুত হতে মুদ্রিত)।

উত্তম চরিত্রের সনদ ঃ আল্লাহু আকবার ('আয্‌যা ওয়া জাল্লা)! প্রতিবেশীদের এতোই গুরুত্ব যে, তাদের কাছ থেকে "চারিত্রিক সনদ" পাওয়া যায়। আফসোস! তারপরেও তাদের প্রতি কোন গুরুত্ব দেয়া হয় না। **মাদানী কাফেলায়** প্রতি মাসে সফর এবং প্রতি রাতে **ফিক্‌রে মদীনার** সময় মাদানী ইনা'মাতের ফরম পূরণ করে প্রতি মাসে **দাওয়াতে ইসলামীর** যিম্মাদারের কাছে জমা দেয়ার বরকতে ইন্‌শা আল্লাহ্ 'আয্‌যা ওয়া জাল্লা বাতুফাইলে মোস্তাফা (সল্লাল্লাহুতা'লা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রতিবেশীদের গুরুত্ব উপলব্ধির পাশাপাশি হয়ে তাদেরকে তাযীম করার মানসিকতা তৈরী হবে এবং আপনার মহল্লা (সমাজ) মদীনার বাগানে পরিণত হবে।

বসন্ত যেন আসে মোর আঙ্গিনাতে,
ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সল্লাল্লাহুতা'লা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)
বর্ষে যেন রহমতের মেঘমালা হতে
ইয়া নবীয়াল্লাহ্ (সল্লাল্লাহুতা'লা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)।

ফরমানে মুস্তাফা r = আমার আলোচনা শুনেও যে আমার শানে দরূদ শরীফ পড়লো না - সে মানুষের মাঝে সবচেয়ে কঞ্জুস।

কাফেলার আমীর কেমন হবেন ঃ সফরে কাফেলার আমিরের উচিত, নিজের সাথীদেরকে সম্মান এবং বেশী বেশী করে তাদের খেদমত করা। হাদীস শরীফে রয়েছেঃ সফরে সে-ই (প্রকৃত) আমীর, যে তাদের খেদমত করে। খেদমতের ব্যাপারে যে এগিয়ে রয়েছে - তার সাথীরা কোন আমলের দিক দিয়ে তাকে ছাড়িয়ে যেতে পারবে না। তবে তাদের মাঝে কেউ শহীদ হলে - সে অবশ্য এগিয়ে থাকবে (শু'য়াবুল ঈমান, হাদীস নং- ৮৪০৭, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৩৩৪পৃ:)।

অতিরিক্ত জিনিস অন্যকে ব্যবহার করতে দেয়া ঃ একবার সফরে সরকারে মদীনা (সল্লাল্লাহুতা'লা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ যার কাছে অতিরিক্ত বাহন রয়েছে সে - যার কাছে বাহন নেই - তাকে দাও; আর যার কাছে অতিরিক্ত খাবার রয়েছে সে - যার কাছে খাবার নেই - তাকে খাওয়াও। এভাবে তিনি অন্যান্য জিনিস সম্পর্কেও ইরশাদ করছিলেন। হযরত আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রাদ্বিয়াল্লাহুতা'লা 'আনহু) বলেনঃ তিনি বিভিন্ন জিনিসপত্র সম্পর্কে এমন করেই বলে যাচ্ছিলেন যে, আমরা ভাবছিলাম, অতিরিক্ত জিনিসপত্র হয়তো আর নিজের কাছে রাখার অধিকারই নেই (সহীহ্ মুসলিম, ২য় খন্ড, ৮১ পৃ:)।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, **মাদানী কাফেলায়** প্রতি মাসে সফর এবং প্রতি রাতে **ফিক্‌রে মদীনার** সময় মাদানী ইনা'মাতের ফরম পূরণ করে প্রতি মাসে **দাওয়াতে ইসলামীর** যিম্মাদারের কাছে জমা দেয়ার বরকতে ইন্‌শা আল্লাহ্ 'আয্‌যা ওয়া জাল্লা বাতুফাইলে মোস্তাফা (সল্লাল্লাহুতা'লা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সফরসঙ্গী ইসলামী ভাইয়ের প্রতি সম্মান (খাতির) এবং তাদেরকে খেদমতের এতোই ইচ্ছে জেগে উঠবে যে, আপনি মদীনার মুসাফিরদের খাদেম হয়ে যাবেন।

ফরমানে মুস্তাফা ﷺ = যে আমার শানে দরূদ পড়তে ভুলে গেল - সে জান্নাতের রাস্তাও ভুলে গেল!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْبِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ

অধীনস্থদের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হবে ঃ শুধু কাফেলার আমীরই নন, বরং প্রত্যেকেরই নিজের অধীনস্থদের সাথে সদ্ব্যবহার করা জরুরী। আল্লাহ্‌'র ('আয্‌যা ওয়া জাল্লা) মাহবূব, দানায়ে গুইয়ুব, মুনায্‌যাহুন 'আনিল 'উইয়্যুবের (সল্লাল্লাহুতা'লা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফরমানে হিদায়াত নিশান: রক্ষণ ও তত্ত্বাবধান সম্পর্কে প্রত্যেককে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। বাদশাহ্‌ রক্ষক - তাঁকে তাঁর প্রজা সম্পর্কে, পুরুষ নিজের পরিবারের রক্ষক - তাকে তার পরিবার-পরিজন সম্পর্কে এবং নারী নিজের স্বামীর ঘরের রক্ষিকা - তাকে তার ঘরের বাসিন্দাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে (সহীহ্‌ বুখারী, হাদীস নং- ২৪০৯, ৩য় খন্ড, ১২০পৃ:)।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, **মাদানী কাফেলায়** প্রতি মাসে সফর এবং প্রতি রাতে **ফিক্‌রে মদীনার** সময় মাদানী ইনা'মাতের ফরম পূরণ করে প্রতি মাসে **দাওয়াতে ইসলামীর** যিম্মাদারের কাছে জমা দেয়ার বরকতে ইন্‌শা আল্লাহ্‌ 'আয্‌যা ওয়া জাল্লা বাতুফাইলে মোস্তাফা (সল্লাল্লাহুতা'লা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজের অধীনস্থদেরকে স্নেহ করার এমন স্পৃহা জাগবে যে, প্রত্যেকে সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে দোয়ায়ে মদীনা করবেন।

চাই না দুনিয়ার দৌলত আমি
দোয়ায়ে মদীনা কেবলই চাহি।

কাজ-কর্ম বন্টন ঃ সফরে একজনের উপর সকল বোঝা না চাপিয়ে নিজেদের মাঝে কাজগুলো বন্টন করে নেয়া উচিত। একবার কোন এক সফরে সাহাবায়ে কেরাম ('আলাইহিমুর রিদ্বওয়ান) ছাগল জবাই করার ইচ্ছে করলেন এবং কাজগুলো নিজেদের মাঝে ভাগ করে নিলেন। কেউ জবাই করা, কেউ চামড়া ছাড়ানো, কেউবা রান্নার দায়িত্ব নিলেন। সরকারে নামদার (সল্লাল্লাহুতা'লা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: লাকড়ী নিয়ে আসার দায়িত্ব আমার। সাহাবায়ে কিরাম ('আলাইহিমুর রিদ্বওয়ান) আরয করলেন: আক্বা!

এটিও আমরা করে নেবো। তিনি বললেন: আমিও জানি যে, তোমরা খুশী মনে (সব) করে নেবে। কিন্তু তোমাদের মাঝে হাত গুটিয়ে বসে থাকাটা আমার পছন্দ নয়। আর আল্লাহ্‌ও (আয্‌যা ওয়া জাল্লা) এটাকে পছন্দ করেন না (ইত্‌হাফুস্‌সাদাতুল মুত্তাক্বীন, ৮ম খন্ড, ২১০ পৃ:, দারুল কুতুবুল 'ইলমিয়্যাহ্‌, বৈরুত হতে মুদ্রিত)।

অন্যদেরকেও বসতে দিন ঃ সফরে বাস, ট্রেন ইত্যাদিতে বসার জায়গা কম হলে - সেক্ষেত্রে কেউ শুধু বসেই থাকবে আর কেউ একনাগারে দাঁড়িয়েই থাকবে - এটা ঠিক নয়, বরং পালাক্রমে সবারই বসে সবর করে সওয়াব হাসিল করা উচিত। হযরত আবদুল্লাহ্‌ বিন মাসঊদ (রাদ্বিয়াল্লাহুতা'লা 'আন্‌হু) বলেন: বদরের যুদ্ধে প্রতি ৩ জনের জন্য একটি করে উট বরাদ্দ ছিল। হযরত আবূ লাবাবাহ্‌ ও আলী ইবনে আবি তালিব (রাদ্বিয়াল্লাহুতা'লা 'আন্‌হুমা) সরকারে মদীনার (সল্লাল্লাহুতা'লা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাহনে অংশীদার ছিলেন। তাঁরা বলেন: সরকারের (সল্লাল্লাহুতা'লা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাঁটার পালা এলে আমরা বলতাম: আপনি উটের পিঠেই থাকুন। আপনার পরিবর্তে আমরা হেঁটে যাব। তিনি বলতেন: আমার চেয়ে তোমরা বেশী শক্তিশালী নও; আর আমিও তোমাদের মতো সওয়াব হাসিল করতে চাই (অর্থাৎ উম্মতের স্বার্থে আমারও সওয়াবের প্রয়োজন রয়েছে। কাজেই, আমি কেন হাঁটবো না!) (শারহুস্‌ সুন্নাহ্‌, হাদীস নং- ২৬৮০, ৫ম খন্ড, ৫৬৬ পৃ:, দারুল কুতুবুল 'ইলমিয়্যাহ্‌, বৈরুত হতে মুদ্রিত)।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, **মাদানী কাফেলায়** প্রতি মাসে সফর এবং প্রতিদিন **ফিক্‌রে মদীনার** সময় মাদানী ইনা'মাতের ফরম পূরণ করে প্রতি মাসে **দাওয়াতে ইসলামীর** যিম্মাদারের কাছে জমা দেয়ার বরকতে ইন্‌শা আল্লাহ্‌ (আয্‌যা ওয়া জাল্লা) বাতুফাইলে মোস্তাফা (সল্লাল্লাহুতা'লা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজের বসার জায়গায় অন্যকে বসতে দেয়ার উদারতা হাসিল হবে এবং এর বরকতে হজ্জ্ব ও জিয়ারতে মদীনা নসীব হবে এবং সফরের সময় মদীনার মুসাফিরদের জন্য মিনা, মুয্‌দালিফাহ্‌ ও আরাফাত শরীফ এবং মক্কাতুল্‌ মুকার্‌রমাহ্‌ ও মদীনাতুল্‌ মুনাওওরাহ্‌তে স্বাচ্ছন্দ্যে নিজের বসার জায়গায় অন্যকে সুযোগ দেয়ার সৌভাগ্যও হাসিল হতে থাকবে।

ফরমানে মুস্তাফা ﷺ = যে আমার শানে ১০ বার দরূদ পড়ে - আলাহ্‌তা'লা তার উপর ১০০টি রহমত নাজিল করেন!

ইয়া এলাহী
যাব ছুটে ঐ মদীনার পানে পাগল হয়ে
দো'জাহানের প্রদীপের তরে পতঙ্গ হয়ে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْبِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ

বেশী জায়গা ঘিরে রাখবেন না ঃ ইজ্‌তেমা ইত্যাদিতে অনেক লোকের সমাগম হয়। তাই, নিজের সুবিধার জন্য বেশী জায়গা ঘিরে রেখে অন্যের অসুবিধা সৃষ্টি করা উচিত নয়। হযরত সুহাইল বিন মু'য়ায (রাদ্বিয়ালাহুতা'লা 'আন্‌হু) বর্ণনা করেন, আমার বাবা বলেছেন: আমরা প্রিয় আক্বার (সলালাহুতা'লা 'আলাইহি ওয়া সালাম) সাথে জিহাদে গিয়েছিলাম। লোকেরা প্রয়োজনের চেয়েও বেশী জায়গা ঘিরে রেখে রাস্তা বন্ধ করে ফেললো। তখন (সাইয়্যিদুনা) রাসূলালাহ্ (সলালাহুতা'লা 'আলাইহি ওয়া সালাম) কাউকে পাঠিয়ে ঘোষণা করলেন: যে রাস্তা বন্ধ করে দেয় - তার জন্য কোন জিহাদ নেই (সুনানে আবূ দাউদ, হাদীস নং- ২৬২৯, ২য় খন্ড, ৩৮৮ পৃ:, দারুল ফিকর, বৈরুত হতে মুদ্রিত)।

আগন্তুকদের জন্য সরে বসা সুন্নত ঃ যারা আগে থেকেই বসে থাকেন - তাদের জন্য সুন্নত হচ্ছে, আগন্তুকদেরকে জায়গা করে দেয়া। হযরত ওয়াসিলাহ্ বিন খাত্বত্বাব (রাদ্বিয়ালাহুতা'লা 'আন্‌হু) বর্ণনা করেন: তাজদারে মদীনা (সলালাহুতা'লা 'আলাইহি ওয়া সালাম) মস্‌জিদে তশরীফ রাখা অবস্থায় কেউ তাঁর খেদমতে উপস্থিত হলে তিনি আপন জায়গা থেকে সরে গেলেন। সে আরয করলো: ইয়া রাসূলালাহ্ ('আয্‌যা ওয়া জালা ওয়া সলালাহুতা'লা 'আলাইহি ওয়া সালাম) খোলা-মেলা জায়গা থাকার পরেও আপনি কেন কষ্ট করে সরে গেলেন। তিনি বললেন: মুসলিমের হক্বই হচ্ছে, তার নবাগত ভাইকে দেখা মাত্রই তাকে জায়গা করে দেয়া (শু'য়াবুল ঈমান, হাদীস নং- ৮৯৩৩, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৪৬৮ পৃ:)।

ফরমানে মুস্তাফা r = তোমরা যেখানেই থাকোনা কেন আমার শানে দরূদ পড়। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার কাছে পৌঁছে থাকে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, **মাদানী কাফেলায়** প্রতি মাসে সফর এবং প্রতিদিন **ফিক্‌রে মদীনার** সময় মাদানী ইনা'মাতের ফরম পূরণ করে প্রতি মাসে **দাওয়াতে ইসলামীর** যিম্মাদারের কাছে জমা দেয়ার বরকতে ইন্‌শা আল্লাহ্ ('আয্‌যা ওয়া জাল্লা) বাতুফাইলে মোস্তাফা (সল্লাল্লাহুতা'লা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সামান্য জায়গায়ই বরকত হবে। নিজে সরে গিয়ে অন্যদেরকে জায়গা করে দেয়ার সুন্নতের উপর আমল করার স্পৃহা তৈরী হবে এবং **জান্নাতুল বাক্বীতে** খুবই প্রশস্ত জায়গা নসীব হবে।

করতো ঈর্ষা গুনাহ্‌গারকে দুনিয়ার দরবেশে,
হতো যদি দাফন মোর জান্নাতুল্ বাকীতে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْبِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ

অন্যকে এড়িয়ে গোপন কথা বলা ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মাস্‌উ'দ (রাদ্বিয়াল্লাহুতা'লা 'আনহু) বর্ণনা করেন, রাসূলে আক্‌রাম, নূরে মুজাস্‌সাম, শাহে বাণী আদাম (সল্লাল্লাহুতা'লা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন: যখন তোমরা ৩ জন হবে - তখন অন্য আরো লোক না আসা পর্যন্ত দু'জনে তৃতীয় জনকে বাদ দিয়ে চুপে চুপে কথা বলবে না। কেননা, এতে তৃতীয় জন দুঃখ পাবে (হয়তো ভাববে, আমার ব্যাপারে কিছু বলছে বা আমাকে তাদের নিজেদের কথা-বার্তায় অংশীদার করার অনুপোযুক্ত বলে মনে করছে) (সহীহ্ বুখারী, হাদীস নং- ৬২৯০, ৭ম খন্ড, ১৮৩ পৃ:)।

ঘাড় টপকে যাওয়া ঃ যারা জুমু'য়ার আগে থেকে সামনের কাতারে বসা থাকেন - তাদের ঘাড়ের উপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে সামনে যাওয়া জায়েয নয়। সরকারে মদীনায়ে মুনাওওয়ারাহ্, সরদারে মাক্কায়ে মুকার্‌রামাহ্ (সল্লাল্লাহুতা'লা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফরমান: যে জুমু'য়ার দিনে মানুষের ঘাড়ের উপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলে - তাকে রোজ কিয়ামতে জাহান্নামীদের সাঁকোতে পরিণত করা হবে (জামে' তিরমিযী, হাদীস নং- ৫১৩, ২য় খন্ড, ৪৮ পৃ:)। দু'জন লোক আগে থেকেই বসা থাকলে - তাদের অনুমতি না নিয়ে তাদের মাঝে ঢুকে পড়াটা অশোভনীয় ও "ইহ্‌তিরামে মুসলিমের" সরাসরি খেলাপ।

দু'জনের মাঝখানে ঢুকে পড়া ঃ শাহানশাহে মদীনা, রাহাতে ক্বালবো সিনাহ্ (সল্লাল্লাহুতা'লা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন: "দু'জনের মাঝখানে তাদের অনুমতি না নিয়ে ঢুকে গিয়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা জায়েয নয় (সুনানে আবূ দাউদ, হাদীস নং- ৪৮৪৫, ৪র্থ খন্ড, ৪৮ পৃ:)। হযরত হুযাইফার (রাদ্বিয়াল্লাহুতা'লা 'আন্‌হু) বর্ণনা মোতাবেক এ জাতীয় লোক সরকারে দো'আলমের (সল্লাল্লাহুতা'লা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ভাষায় অভিশপ্ত (মিশকাতুল মাসোবীহ্, ৪০৪ পৃ:, ক্বাদীমী কুতুবখানা, করাচী হতে মুদ্রিত)। আল্লাহ্'র প্রিয় হাবীব (সল্লাল্লাহুতা'লা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফরমান: কেউ কাউকে যেন তার জায়গা থেকে উঠিয়ে দিয়ে নিজে বসে না পড়ে এবং বসা লোক যেন সরে গিয়ে অন্যকে জায়গা করে দেয় (সহীহ্ মুসলিম, ২য় খন্ড, ২১৭ পৃ:)। তিনি আরো ফরমান: কেউ নিজের জায়গা হতে উঠে গিয়ে আবার সেখানে ফিরে এলে - সেখানে বসার ব্যাপারে সে-ই বেশী হকদার (সহীহ্ মুসলিম, ২য় খন্ড, ২১৭ পৃ:)।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, জানা গেল, দু'জন লোক বসা বা দাঁড়ানো থাকলে - তাদের মাঝখানে ঢুকে পড়া কঠোরভাবে নিষেধ। এছাড়া, কোন বসা ব্যক্তিকে উঠিয়ে দিয়ে - সেখানে নিজে বসা যাবে না। তবে সে নিজের জায়গা ছেড়ে দিলে - তখন বসতে অসুবিধা নেই। আর যে কোন প্রয়োজনে, যেমন- ইস্তিঞ্জা বা অযূ করার জন্য নিজের জায়গা থেকে উঠে গিয়ে প্রয়োজন সেরে আবার তখনই সেখানে ফিরে এলে - তার জায়গায় অন্য কেউ বসতে পারবে না। কিছু লোক মস্‌জিদের প্রথম কাতারে জায়গা রেখে দেয়ার জন্য চাদর, জায়নামায ইত্যাদি আগে থেকেই বিছিয়ে রাখে - এটা ঠিক নয়। তবে প্রয়োজনে মুকাব্বিরগণ তারাবীহ্ শোনা ইত্যাদির জন্য আগে থেকে জায়গা নির্ধারণ করে রাখতে পারবেন।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, **মাদানী কাফেলায়** প্রতি মাসে সফর এবং প্রতিদিন **ফিক্‌রে মদীনার** সময় মাদানী ইনা'মাতের ফরম পূরণ করে প্রতি মাসে **দাওয়াতে ইসলামীর** যিম্মাদারের কাছে জমা দেয়ার বরকতে ইন্‌শা আল্লাহ্‌ ('আয্‌যা ওয়া জাল্লা) বাতুফাইলে মোস্তাফা (সল্লাল্লাহুতা'লা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মজলিসের আদব শিক্ষা, অন্যের হক্ব নষ্ট করে অন্তরে আঘাত দেয়া হতে বেঁচে থাকা এবং মুসলিমকে তাজীম করার মানসিকতা সৃষ্টি হবে - যার বদৌলতে হজ্জ্ব ও জিয়ারতে মদীনা শরীফের সৌভাগ্য হাসিল হবে এবং সেখানেও এসব সুন্নাত আদায় করার সৌভাগ্য নসীব হবে।

তোমার প্রেমিক সকল এসেছে, আজ আরবে
ওগো তাজদারে হারাম! দেখুক, হারামাঙ্গন সবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْبِ   صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ

অন্যের মনে দুঃখ দেবেন না ঃ প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, ইহ্‌তিরামে মুসলিমের দাবি হচ্ছে, সকল অবস্থায় প্রত্যেক মুসলিমের সব রকম হক্বের প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং শরয়ী ওজর ছাড়া কোন মুসলিমের মনে কষ্ট না দেয়া। আমাদের প্রাণের চেয়েও প্রিয় আক্বা (সল্লাল্লাহুতা'লা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কখনো কোন মুসলিমের মনে কষ্ট দেননি, কাউকে অবজ্ঞা, বিদ্রুপ, তিরস্কার, বেইজ্জতী বা অপদস্থ করেননি, বরং প্রত্যেককে পবিত্র সীনায় (বুকে) জড়িয়ে ধরেছেন।

নিয়েছেন টেনে বুকের মাঝে তাকেও আক্বা
(সল্লাল্লাহুতা'লা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)
যোগ্য নহে যেজন তাঁর কাছে আসা'।

উস্‌ওয়াতুন্‌ হাসানাহ্‌ ঃ "ইহ্‌তিরামে মুসলিম" বা মুসলিমদের তাযীম করার জন্য আমাদের প্রিয় আক্বার (সল্লাল্লাহুতা'লা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অতুলনীয় অনুপম আখলাককে অনুসরণ করতে হবে। ২১ পারার সূরা আহ্‌যাবের ২১ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে ঃ -

ফরমানে মুস্তাফা ﷺ = যে আমার শানে একবার দরূদ পড়ে - আল্লাহ্‌তা'লা তার জন্য এক ক্বীরাত সওয়াব লিখে দেন!

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

(কানযুল ঈমানের তরজমা) নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ্‌'র অনুসরণই সবচেয়ে উত্তম।

আমাদের প্রিয় আক্বা (সল্লাল্লাহুতা'লা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিঃসন্দেহে গোটা সৃষ্টির মাঝে সবচেয়ে মর্যাদাবান, উন্নত ও সম্মানিত। সুতরাং সকল অবস্থায় তাঁর তাযীম করা মহান ফরয। এখন আমাদের প্রিয় আক্বার (সল্লাল্লাহুতা'লা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অতুলনীয় সুন্নতগুলো পেশ করার চেষ্টা করছি।

৫২টি অনুপম সুন্নত ঃ সুলতানে দো-জাহাঁ (সল্লাল্লাহুতা'লা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (১) সব সময় তাঁর পবিত্র মুখকে হেফাযতে রাখতেন এবং প্রয়োজনীয় কথা-বার্তাই কেবল বলতেন; (২) তাঁর কাছে কেউ এলে - তাঁকে তিনি ভালবাসা দিতেন এবং অসৌজন্যমূলক কোন আচরণ করতেন না; (৩) যে কোন জাতির সম্মানিত ব্যক্তিকে সম্মান করতেন এবং তাঁকে তাঁর জাতির নেতা হিসেবে নির্ধারণ করতেন; (৪) মানুষকে আল্লাহ্‌কে ('আয্‌যা ওয়া জাল্লা) ভয় করার শিক্ষা দিতেন; (৫) কাউকে কষ্ট দিতেন না; (৬) সাহাবায়ে কিরামের (রাদ্বিয়াল্লাহুতা'লা 'আন্‌হুম) খোঁজ-খবর নিতেন; (৭) মানুষের ভাল কথাগুলোর ভাল দিক আলোচনা করে - সেগুলো বাস্তবায়নে সহযোগিতা করতেন এবং মন্দ বিষয়গুলো সম্পাদন করতে নিষেধ করতেন; (৮) সকল বিষয়ে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করতেন; (৯) তাঁর মাঝে নির্লজ্জতার লেশ মাত্রও ছিল না; (১০) মানুষকে সংশোধন করার ব্যাপারে কখনো অবহেলা করতেন না; (১১) আল্লাহ্‌'র ('আয্‌যা ওয়া জাল্লা) যিকির দিয়ে বৈঠক শুরু ও শেষ করতেন; (১২) কোথাও তশ্‌রীফ নিয়ে গেলে যেখানে জায়গা পেতেন - সেখানেই বসে পড়তেন এবং অন্যদেরকেও এ শিক্ষা দিতেন; (১৩) নিজের কাছে বসা ব্যক্তিদের হক্বের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন; (১৪) তাঁর কাছে উপস্থিত প্রত্যেকেরই মনে হতো যে, তিনি আমাকেই সবচেয়ে বেশী ভালবাসেন;

(১৫) তাঁর বরকতময় খেদমতে বসে কেউ কথা-বার্তা বলতে থাকলে - সে চলে না যাওয়া পর্যন্ত তিনি উঠে যেতেন না; (১৬) কারো সাথে মুসাফাহা (করমর্দন) করে - নিজের মুবারক হাতকে আগে গুটিয়ে নিতেন না; (১৭) কোন প্রার্থীকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিতেন না; (১৮) তাঁর উদারতা ও উত্তম ব্যবহার সকলের জন্যই প্রযোজ্য ছিল; (১৯) তাঁর মজ্‌লিসগুলো 'ইলম, লজ্জাশীলতা, ধৈর্য ও আমানতে পরিপূর্ণ ছিল; (২০) তাঁর বৈঠকে কখনো কোন শোরগোল বা কাউকে কোনভাবে লাঞ্ছিত করা হতো না; (২১) তাঁর মজ্‌লিসে কেউ কোন ভুল করে বসলে - তাকে কোনভাবেই অপদস্থ করা হতো না; (২২) তিনি কারো দিকে মনযোগ দিলে - যথাযথভাবেই দিতেন; (২৩) লজ্জাশীলতার কারণে তিনি দৃষ্টি নামিয়ে রাখতেন; (২৪) তিনি লজ্জাশীলা নারীর চেয়েও বেশী লাজুক ছিলেন; (২৫) প্রথমে সালাম দিতেন; (২৬) ছোটদেরকেও সালাম দিতেন; (৩) কেউ মোলাকাত করতে এলে - সে চলে না যাওয়া পর্যন্ত তিনি মুখ ফিরিয়ে নিতেন না; (২৮) বৈঠকে উপস্থিত লোকদের দিকে পা মেলে বসতেন না; (২৯) প্রায়ই কেবলামুখী হয়ে বসতেন; (৩০) কারো কথা অপছন্দ হলে বলতেন, "আল্লাহ্ ('আয্‌যা ওয়া জাল্লা) তার মঙ্গল করুন; (৩১) নিজের কারণে কারো উপর কোন প্রতিশোধ নিতেন না; (৩২) মন্দ বিষয়ের বিনিময় ক্ষমা দিয়ে করতেন; (৩৩) আল্লাহ্'র ('আয্‌যা ওয়া জাল্লা) পথে জিহাদ ছাড়া কখনো কাউকে নিজের মুবারক হাতে মারেননি - কোন গোলাম বা আপন স্ত্রীকেও নয়; (৩৪) সীমাহীন বিনয়ের সাথে কথা-বার্তা বলতেন; তিনি বলতেন: মানুষের মাঝে সে-ই সবচেয়ে নিকৃষ্ট - যাকে তার মন্দ কথা-বার্তা বলার কারণে লোকেরা পরিত্যাগ করে (মেশকাত, ৪১২ পৃ:); (৩৫) তিনি অত্যন্ত কোমল স্বভাবের ছিলেন এবং সব সময়ে হাসি মুখে থাকতেন; (৩৬) কখনো চিৎকার দিয়ে কথা বলতেন না;

(৩৭) জটিল করে কথা-বার্তা বলতেন না; (৩৮) কাউকে দোষারোপ করতেন না; (৩৯) কার্পণ্য করতেন না; (৪০) নিজেকে মূলত তিনটি বিষয় থেকে রক্ষা করতেন: ঝগড়া, অহংকার এবং অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে জড়িয়ে পড়া; (৪১) কারো দোষ-ত্রুটি খুঁজে বেড়াতেন না; (৪২) কাউকে নিজের ব্যক্তিগত কোন কারণে ভালো-মন্দ বলতেন না; (৪৩) কেবলমাত্র নেক কথা বলতেন বা নেক কাজ করতেন; (৪৪) মুসাফিরের দুর্ব্যবহার ও অসৌজন্যমূলক আচরণে সবর করতেন; (৪৫) কাউকে থামিয়ে দিয়ে বা কারো কথার মাঝে কথা বলতেন না; (৪৬) কেউ অযথা কথা বললে তাকে বারণ করতেন অথবা সেখান থেকে সরে যেতেন; (৪৭) এমনই সাধাসিধে জীবন-যাপন করতেন যে, নিজের বসার জায়গাও নির্দিষ্ট করতেন না - যেন উপস্থিত লোকদের মাঝে স্বকীয়ভাব ফুটে ওঠে (ইহ্ইয়াউল 'উলূম, ২য় খন্ড, ৩৯৬ পৃ:); (৪৮) কখনো চাটাইয়ের উপর, কখনোবা কোন কিছু ছাড়াই মাটিতে শুয়ে আরাম করতেন; (৪৯) শোয়ার সময় কখনো কেবলমাত্র হাতকে বালিশ হিসেবে ব্যবহার করতেন; (৫০) তাঁর কথা-বার্তা এমনই পরিস্কার ছিল যে, কেউ ইচ্ছে করলে শব্দগুলো গুণতে পারতো; (৫১) কখনো অট্টহাসি দিতেন না এবং (৫২) কারো সাথে চোখে চোখ রেখে কথা-বার্তা বলতেন না।

এ রেসালাটি পড়ে অন্যকে দিয়ে দিন

বিয়ে কিংবা শোক, ইজতেমা অথবা উরস এবং মীলাদুন্নবীর (সল্লাল্লাহুতা'লা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জুলুস্ ইত্যাদি অনুষ্ঠানে মাক্তাবাতুল্ মদীনার প্রকাশিত রেসালাগুলো বিলি করে সওয়াব হাসিল করুন। সওয়াবের নিয়তে গ্রাহকদেরকে তোহ্ফা হিসেবে দেয়ার জন্য নিজ প্রতিষ্ঠানেও রেসালাগুলো সংরক্ষণে রাখার অভ্যাস গড়ে তুলুন। পত্রিকার হকার অথবা ছোট ছোট বাচ্চাদের মাধ্যমে নিজ মহল্লার ঘরে ঘরে অদল-বদল করে সুন্নতের রেসালাগুলো পৌঁছিয়ে নেকীর বাহার ছড়িয়ে দিন।

ফরমানে মুস্তাফা r = আমার আলোচনা শুনেও যে আমার শানে দরূদ শরীফ পড়লো না - সে মানুষের মাঝে সবচেয়ে কঞ্জুস।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْبِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ

বদনাম শরাবী ও মাদানী কাফেলা

হিন্দুস্থানের ঘটনা - "মুন্না ভাই" নামে একজন কুখ্যাত শরাবী আশিকানে রাসূলের "ইনফিরাদী কোশেশে" মাদানী কাফেলার মুসাফির হয়ে সফরে গিয়ে তার জীবনে এক আমূল পরিবর্তন ঘটে গেল। শরাব পান থেকে তওবা করে দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়ে গেল। মুন্না ভাইয়ের তওবার কারণে তার এলাকায় দাওয়াতে ইসলামীর ধুম পড়ে গেল। দু'জন যুবক বলাবলি করছিলো। একজন বললো: শুনেছো? মুন্না ভাই নাকি দাওয়াতে ইসলামীর কাফেলায় গিয়ে একেবারেই বদলে গেছেন! তিনি এখন মদ খাওয়াও ছেড়ে দিয়েছেন! আরেকজন বললো: আরে রাখো! এতোবড় মদখোর আর বদ্‌মাশ লোককে দাওয়াতে ইসলামীওয়ালারা কি করে শোধরাবে শুনি? অবশেষে সত্যতা প্রমাণিত হওয়ার পর দু'জনেই হতবাক হয়ে বললো: দাওয়াতে ইসলামীওয়ালারাতো দেখছি একেবারে অসাধ্য সাধন করে ফেলেছে! মুন্না ভাইয়ের মতো লোককে পর্যন্ত শুধরে দিয়েছে! এরপর দু'দোস্তই দাওয়ায়ে ইসলামীর আশেকানে রাসূলের বরকত হাসিলের জন্য তাঁদের সাথে মাদানী কাফেলায় রওয়ানা হয়ে গেল।

"মদ্যপ আর বদমাশ সব তওবা করে
আয় কাফেলায় দলে দলে
দুর্জন যতো আসবে সব সুজন হয়ে যাবে।
খোদার ফজলে শুনো, চলো কাফেলায়,
ওহে গুনাহ্‌গার যতো, ওহে বদ্‌কার শতো এসে,
নাও লুটে রহমত সব ঐ কাফেলায় যেয়ে।